সংবাদ

তারিখ ... 2 APR 2003
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৫

বিসিএস শিক্ষা সমিতির ক্ষোভ

# আকস্মিকভাবে শিক্ষা ক্যাডারের ১২ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ শিক্ষা অধিদপ্তরসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি অফিস থেকে ১২ জন বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাকে মঙ্গলবার আকস্মিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পরিবর্তে এ স্থলে উপ-সচিব পদমর্যাদার সাধারণ ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, পর্যায়ক্রমে এ ১২ জনসহ আরও ৪১ জন উপ-সচিবকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অফিসে নিয়োগ দেয়া হবে। গত সোমবার এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় থেকে আদেশ দেয়া হয় এবং মঙ্গলবারই ১২ জনকে প্রত্যাহারের মাধ্যমে তা কার্যকর শুরু হয় বলে সূত্র জানায়।

এদিকে এ আদেশ বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ বিসিএস (শিক্ষা) সমিতি। মঙ্গলবার সকালে শিক্ষামন্ত্রী ড.

প্রত্যাহার ঃ পৃঃ ২ কঃ ৭

## প্রত্যাহার ঃ কর্মকর্তা

( ১২ পৃষ্ঠার পর )

ওসমান ফারুকের সরকারি বাসভবনে তার সঙ্গে দেখা করে সমিতির নেতারা এ দাবি জানান। সমিতির নেতাদের মধ্যে সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ কফিল উদ্দিন, মহাসচিব আই. কে সেলিম উল্লাহ খন্দকার, যুগ্ম মহাসচিব নাসরিন বেগম শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবনে যান।

নেতারা শিক্ষামন্ত্রীকে বলেন, শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের আড়াই বছর যাবত বন্ধ ২ হাজার প্রভাষকের সিলেকশন গ্রেড, এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ৫ হাজার নতুন পদ সৃষ্টি, ৩ হাজার অস্থায়ী শিক্ষকের পদ স্থায়ীকরণ, অর্জিত ছুটি প্রদান প্রভৃতি বাস্তবায়নে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না, অথচ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের পদোন্নতিসহ বিভিন্ন সুবিধা নানাভাবে সংকুচিত করা হচ্ছে। নেতারা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, বিজ্ঞান জাদুঘর, ইউনেস্কো কমিশনসহ বিভিন্ন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অফিস ও শিক্ষা প্রকল্প থেকে সাধারণ ক্যাডার কর্মকর্তাদের অপসারণ দাবি করেন। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং নায়েমের মহাপরিচালকের শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণের দাবি জানান।

এ ব্যাপারে সমিতির কয়েকজন নেতা আলাপকালে বলেন, মাত্র একদিনের নোটিশে শিক্ষা ক্যাডারের ১২ কর্মকর্তাকে বদলির বিষয়টি আমাদের ক্ষুব্ধ করেছে। অবিলম্বে এ ১২ কর্মকর্তাকে পুনর্বহাল না করা হলে আমরা আন্দোলনে যাব। অপর একজন নেতা বলেন, বর্তমান শিক্ষা সচিবের অসৌজন্যমূলক আচরণ, দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে শিক্ষক ও শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময়ে প্রতিবাদ জানানোর কারণে অনেকদিন থেকেই সচিবের উদ্যোগে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অফিসগুলো থেকে সরানোর চেষ্টা চলছিল। ৩১শে মার্চের আদেশ এই উদ্যোগেরই চূড়ান্ত ফলাফল।